দৈনিক ইনকিলাব ... 016

তারিখ 11 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপজেলা পরিক্রমা

রাঙ্গামাটি সদর

॥ জামাল উদ্দিন আহমেদ ॥

সর্বমোট দশটি উপজেলাকে কেন্দ্র করে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা। যার উত্তরে নানিয়ারচর উপজেলা, দক্ষিণে কাপ্তাই উপজেলা, পূর্বে বরকল উপজেলা ও পশ্চিমে কাউখালী উপজেলা। জনশ্রুতি আছে যে, পুরাতন রাঙ্গামাটির রাজবাড়ী যা বর্তমানে ডি, সি, বাংলোর পার্শ্বে কর্ণফুলি হ্রদে নিমজ্জিত তার পার্শ্বে "রাঙ্গামাত্যা ছরা" নামে একটি ছোট্ট নদী প্রবাহিত হতো। উল্লেখ্য চাকমা সম্প্রদায় ছোট্ট নদীকে "ছরা" বলে। সেই ছরার নামেই ছিল তৎকালীন চাকমা রাজবাড়ী অঞ্চলটির নাম "রাঙ্গামাত্যা মৌজা"। আর রাঙ্গামাত্যা মৌজাই কিছুটা সংস্করণ হয়ে আজকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন এই জনপদের নাম হয়েছে রাঙ্গামাটি।

যোগাযোগঃ যোগাযোগের ক্ষেত্রে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা অনেকটা উন্নত। উপজেলার ৩৩ মাইল পাকা রাস্তা, ৫ মাইল অর্ধ পাকা রাস্তা ও ১১০ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। রাস্তাগুলোর সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে রাস্তার অভাবে বর্ষা মৌসুমে শহরের অধিকাংশ জায়গা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জানসাধারণকে বাস, নৌকা, টেক্সী ও লঞ্চ দিয়ে চলাচল করতে হয়।

শিক্ষাঃ রাঙ্গার্মাটি সদর উপজেলায় ১টি সরকারী কলেজ, ১টি নৈশ কলেজ, ৪টি পালি কলেজ, বালক উচ্চ বিদ্যালয় ৬টি, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১টি, জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ২টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৫টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩টি, মাদ্রাস ২টি, পিটিআই ১টি এবং ১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

চিত্ত বিনোদন ব্যবস্থাঃ এ উপজেলায় প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া চিত্ত বিনোদনের জন্যে জনসাধারণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। সদ্য নির্মিত রাঙ্গামাটি পার্কটি জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের জন্যে নির্মাণ করা হয়েছে।

পানি ব্যবস্থাঃ রাঙ্গামাটি সদরে পানি সরবরাহের অনিয়মের জন্যে শহরবাসীদের দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

বিদ্যুৎ সরবরাহঃ ষাটের দশকে পার্বত্যাঞ্চলের বৃহৎ জমির উপর কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেও এ উপজেলার জনসাধারণ বিদ্যুতের ভেল্কিবাজী থেকে রেহাই পাননি।

হাট-বাজারঃ উপজেলার হাট-বাজারগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অনুন্নত। হাট-বাজারগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ছাড়াও সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

২৩৬.৪৩ বর্গমাইল (পৌর এলাকাসহ) আয়তন বিশিষ্ট এই উপজেলায় সর্বমোট ৫৮,৪১৭ জন লোক বাস করে। ৩৪,৩৮৬ জন পুরুষ ও ২৪,৩৩১ জন মহিলা। ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এই উপজেলার ২৩টি মৌজায় ৮০টি গ্রাম, ১টি পৌরসভা, ১৩টি ব্যাংক, ৩৪টি মসজিদ, ১টি গীর্জা, ৩টি মন্দির ও ২টি কালীবাড়ী রয়েছে।

কৃষিঃ এ উপজেলায় ধান ছাড়া কলা, আম, আনারস ও কাঠাল প্রচুর পরিমাণে জন্মে, কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা মূল্যের আনারস, কাঠাল নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে বি, আর ১৪ বীজ-এর প্রতি স্থানীয় উপজাতীয় কৃষকরা যখন অধিকহারে ঝুঁকে পড়ে তখন এই বীজের সংকট দেখা দিয়েছে। কারণ বি,আর ১৪ বীজ দিয়ে অধিক ফলন সম্ভব। উপজেলা মোট কৃষি জমির পরিমাণ ১,৫১, ৩১২ একর। তন্মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ১৩,০৯২ একর এবং অনাবাদী জমির পরিমাণ ২,৩৫০ একর।

স্বাস্থ্যঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রে ১টি আধুনিক সদর হাসপাতাল ছাড়াও ১টি যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, ১টি পশু হাসপাতাল, ২টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক রয়েছে। আধুনিক সদর হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ও জরুরী ঔষধ এর দারুণ অভাব। সদ্য নির্মিত এই আধুনিক হাসপাতালে বর্তমানে ১০০টি বেড রয়েছে। হাসপাতালে গাড়ী থাকলেও বর্তমানে তা দিয়ে রোগী পরিবহন একেবারেই অসম্ভব। ফলে মুমূর্ষ রোগীদের জরুরী অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তরে রোগীর অভিভাবকদের দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।